بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم — وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

ত্রয়োদশ বর্ষ — একাদশ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—৪৲ — প্রতি কপি—৵১৫

পত্র ও টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

১৫ই মাহে এহসান—১৩২২ হিঃ, শঃ] —— [১৫ই জুন, ১৯৪৩ ইং

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য-বস্তু

তৌহিদে কামেলকে কার্য্যে পরিণত করা

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহের (আইঃ) খোৎবা

২৩শে এপ্রিল ১৯৪৩ ইং শুক্রবার

মর্ম্মানুবাদক—মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহমদ, (মোবাল্লেগ)

সুরে ফাতেহা এবং সুরে এখলাছ পাঠ করার পর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) বলেন—ইসলামী শিক্ষার মূল কেন্দ্রবস্তু হইল **আহাদ** অর্থাৎ একক আল্লা। ইসলাম আমাদিগকে কেবল এক খোদার দিকেই আহ্বান করে না বরং সেই খোদার দিকে পৌছাইয়া থাকে, যিনি **আহাদ** নামে অভিহিত। **আহাদই** সেই কেন্দ্র-বস্তু যাহাকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় নবী বা অবতারগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাই ইসলামের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মমতাবলম্বীদের শত্রুতাচরণের একমাত্র কেন্দ্রবস্তু।

আহাদ ও **ওয়া-হেদ** উভয়ই আল্লার নাম। আরবী ভাষায় উহারা দুই বিভিন্ন শব্দ ও বিভিন্ন অর্থে পর্য্যবসিত। **ওয়া-হেদ** শব্দের অর্থে আল্লাহ তায়ালার গুণরাশীর অতুলনীয়তা ও পূর্ণতা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহা আল্লাহ তায়ালার গুণরাশীকে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইতে প্রতিরোধ করে না। যেমন সূর্য্যের কিরণ গ্রহ ও নক্ষত্রকে আলোকিত করিয়া থাকে তেমনই আল্লাহ তায়ালার গুণরাশীর জ্যোতিঃ তাঁহারই অপার অনুগ্রহে সৃষ্ট বস্তুর মধ্য দিয়া বিকাশ হইয়া জগতকে বিভূষিত করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই আল্লাহ তায়ালা গুনে আমরাও গুনি—ইহাতে শেরেক হয় না। কারণ ইহার পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইলে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহকে আহরণ করিয়া তাহারই সহযোগীতায় লাভ করিতে হয়—ইহা আমাদের নিজস্ব গুণ নহে। কিন্তু **আহাদ** শব্দ এরূপ ভাব পোষন করে না। **আহাদ** শব্দের অর্থ আল্লাহ তায়ালার মূলত্বের এককতা বুঝায়। সুতরাং ইহাতে দুই হইতে এক হওয়া বা এক হইতে দুই হওয়া বুঝায় না। এই নিমিত্ত আরবী ভাষায় واحد اثنين বলা হয় কিন্তু احد اثنين বলা হয় না। সুতরাং যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুই আল্লার গুণের অংশীদার হইতে পারে কিন্তু আল্লার মূলত্বে কেহই অংশীদার হইতে পারে না।

আহাদ শব্দে যেমন এক হইতে দুই, তিন, চারি হওয়া বুঝায় না তেমনই দুই, তিন, চারি হইতে এক হওয়াও বুঝায় না। ইহাই হইল ইসলামের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধাচরণের মূল হেতু। কারণ কোন কোন ধর্ম্মমতাবলম্বী এরূপও আছেন যে তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে একক হইতে দুই, তিন ও চারিতে পরিণত করিয়া থাকে, আবার দুই, তিন, চারি হইতে এককে পর্য্যবসিত করে।

খৃষ্টানদের মধ্যে এই উভয় প্রকারের পদ্ধতিই পরিলক্ষিত হয়। যেমন পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলিত হইয়া **আহাদ** হয়, তেমনই **আহাদ** হইতে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার উৎপত্তি হয়। সুতরাং এই খোৎবার প্রারম্ভে যে সুরা পাঠ করা হইয়াছে তাহাতে এই ভ্রান্ত ধারনা, যাহা আখেরী জমানায় উদ্ভব হওয়ার ছিল তাহাতে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা উক্ত সুরায় বলিয়াছেন قل هو الله احد অর্থাৎ তুমি বলিয়া দাও আল্লাহ একক,—তিনি কখনও পুত্র ও পবিত্র আত্মা হইতে পারেন না এবং পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলিত হইয়া আল্লা হইতে পারে না। এই সুরা আখেরী জমানায় আল্লার এককত্ব প্রমাণ করিবার জন্য কোরান শরিফের শেষাংশে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই নিমিত্তই পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা এই যুগে এমন এক মহাপুরুষের উদ্ভব করিয়াছেন যাহার আবির্ভাবের সুসমাচার

প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই বিরাজমান রহিয়াছে। কারণ হজরত মোহম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতিতে নবীগণ আবির্ভূত হইতেন এবং সেই **আহাদকে** বিভিন্ন নামে অবিহিত করিতেন ফলে হিন্দুদের খোদার নাম **পরমেশ্বর**, খৃষ্টানদের খোদার নাম **গড**, পার্শীদের খোদার নাম **জরতুশত** এই ভাবে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় বিভিন্ন নামে আল্লাহকে অবিহিত করার ফলে মানব জাতিকে শতধা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারনার কুফল হইতে জগতকে মুক্তি দান করিবার নিমিত্তই আল্লাহ তায়ালা হজরত মোহম্মদ (সাঃ)কে পাঠাইয়া সমগ্র পৃথিবীতে একই ধর্ম্মমতে পর্য্যবসিত করিয়া একই আল্লার দিকে আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালার বাণীকে হৃদয়াঙ্গম করিতে হইলে, মস্তিষ্কের আলোর একান্ত প্রয়োজন। কারণ আমরা যতই আল্লার বাণীর মহত্বতাকে উপলব্ধী করি না কেন, এক জন বিকৃত মস্তিষ্ক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহাকে তদ্রূপ উপলব্ধী করিতে অক্ষম। সুতরাং মস্তিষ্কের বিশুদ্ধতা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কেবল মস্তিষ্কের বিশুদ্ধতাই মানুষকে ভ্রান্তি হইতে মুক্তি দান করিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত তাহাদের হৃদয় দর্পন নির্ম্মল ও সচ্ছ না হয়। কারণ হৃদয় দর্পন নির্ম্মল না হইলে মস্তিষ্কের আলোতে বিকৃত প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হইবে।

এই আদর্শেই আল্লাহ তালার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিহিত রহিয়াছে। যে পর্য্যন্ত মানুষের হৃদয় দর্পন সচ্ছ ও নির্ম্মল না হয় আল্লাহ তায়ালার মূর্ত্তি বিকৃত ভাবেই পরিলক্ষিত হইতে থাকে। সুতরাং মানুষের হৃদয় একটি দর্পন বিশেষ, যদ্বারা আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় গুণরাশীর সৌন্দর্য্যতা পরিলক্ষিত হয়। অতএব হৃদয় দর্পনকে নির্ম্মল ও সচ্ছ রাখিতে পারিলে আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত মূর্ত্তির প্রতিবিম্বে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে ও আল্লার এককতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে ও প্রতিষ্ঠিত হইবে।

হজরত মোহম্মদ (সাঃ) পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া মানুষের হৃদয় দর্পনের যাবতীয় রংকে ও প্রতিবিম্বকে একই সচ্ছ ও নির্ম্মল রঙ্গে পর্য্যবসিত করিয়া ইরান, আরব, ভারত, আফগানিস্থান আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপ সকলকেই একই নীতির মধ্য দিয়া আল্লার তৌহিদ বা এককত্বের প্রকৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাই হইল তৌহিদের প্রথম স্তর।

ইহার দ্বিতীয় স্তর হইল তৌহিদকে দুনিয়াতে এরূপ ভাবে প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা, যাহার ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ জন মণ্ডলীতেই তৌহিদ বিস্তার লাভ করিতে পারে। এই মহৎ কর্ম্মকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা হজরত মসিহে মাওউদ মাহদীয়ে আখের জমানকে বর্ত্তমান যুগে আবির্ভূত করিয়াছেন। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা পূর্ব্বকার যাবতীয় নবী বা অবতারগণ দ্বারা তাহার আবির্ভাবের শুভ সমাচার বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, যেন সকলই তাহাকে গ্রহণ করিয়া আল্লার প্রতি যাবতীয় ভ্রান্ত ধারনা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। কারণ তিনিই বর্ত্তমান যুগের একমাত্র মুক্তি দাতা রসুল বা অবতার।

অতএব আমি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বন্ধুগণকে উপদেশ দিতেছি যে সুরে এখলাছে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে তাহাদের হৃদয়কে এরূপ সচ্ছ ও আত্মাকে এরূপ উন্নত করিতে লইবে যদ্বারা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুকে আল্লার ব্যক্তিত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া অতি পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধী করিতে পারে। কারণ মানুষের মধ্যে কখনও কখনও এক নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত স্রষ্টা ও উপজিবিকা প্রদানকারী প্রভৃতি আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব গুণরাশী সমূহ অর্থাৎ **ওয়াহ দানিয়তের** প্রতিবিম্বে প্রকাশ পাইতে দেখা গেলেও আল্লার **আহদীয়ৎ** বা ব্যক্তিত্বের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যকে হৃদয়াঙ্গম করিতে না পারিয়া অনেকেই পথ ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। সুতরাং তৌহিদে কামেল হৃদয়ের সচ্ছতার ভিতর দিয়া লাভ করা যাইতে পারে এবং হৃদয়ের সচ্ছতা লাভ করিতে হইলে আল্লার প্রতি নির্ম্মল প্রেম ও ভালবাসাকে এরূপ ভাবে উন্নতি প্রদান করিতে হয় যদ্বারা আল্লার **আহদীয়ৎ** বা ব্যক্তিত্ব পরিষ্কার ভাবে দৃষ্টগোচর হইতে পারে।

অতএব আহমদীয়া সম্প্রদায়ের যে সব বন্ধু শোরা কমিটিতে যোগদান করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন তাহারা এই বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া লউন। কারণ আল্লার ব্যক্তিত্ব বা **আহদীয়ৎকে** উপলব্ধী করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করা ও অপরের মধ্যে উহা প্রচার করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। এই নিমিত্তই আল্লাহ তায়ালা এই সুরাকে কোরান শরিফের শেষে রাখিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে হজরত মসিহে মাওউদ মাহদীয়ে আখের জমানের (আঃ) যুগে তৌহিদে কামেল পৃথিবীতে প্রচারিত হইবে।

হজরত মসিহে মাওউদ মাহদীয়ে আখের জমান (আঃ) হজরত ইছা (আঃ) এর জীবিত থাকার ভ্রান্ত বিশ্বাসকে তৌহিদে কামেল প্রতিষ্ঠিত করিবার পথে প্রতিবন্ধক পাইয়া তাহাকে দুর করিবার জন্য তদীয় রচিত প্রায় প্রত্যেক পুস্তকেই তাহার মৃত্যুকে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবে উক্ত ভ্রান্ত ধারনাকে দূরিভূত করিয়া তৌহিদে কামেল প্রতিষ্ঠার পথকে উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর ছিলেন।

সুতরাং হৃদয়কে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ করিয়া উহাকে মস্তিষ্কের প্রখরতায় আলোকিত করতঃ আল্লার **আহদীয়ৎ** বা ব্যক্তিত্বের দর্শনে পৃথিবীতে তৌহিদে কামেল প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া পৃথিবীর সমগ্র জনমণ্ডলীকে উক্ত মতে মতিয়ান করিতে আমাদের বদ্ধ পরিকর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

হজরত ইমাম মাহদী ও মসিহে মাওউদ (আঃ) নিশ্চয়ই আবির্ভূত হইয়াছেন

এ কথা মুসলমান মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য

কারণ, কোরান শরিফে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً-(سورة بنى اسرائيل ركوع ٢)

অর্থাৎ আমি রসুল (বা হেতায়েতকারী) না পাঠাইয়া বিপ্লব (বা আজাব) অবতরণ করি না।"

আল্লাহ তায়ালার এই মহাবাণীর মর্ম্মানুযায়ী স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতিশ্রুতি অনুসারে হজরত ইমাম মাহদী ও মসিহে মাওউদ (আঃ) কে নিশ্চয়ই অবতরণ করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের মোসলেম সমাজ তাহাকে চিনিয়া উঠিতে পারে নাই।

তাহা না হইলে, বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি পৃথিবীকে এরূপ বিংশের দিক আলিঙ্গন করিত না—যাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর পূর্ব্বকার কোন নবী বা রসুলের যুগে পরিলক্ষিত হইতেছে না। অতএব মোসলমান মাত্রেরই বর্ত্তমান সঙ্কটে সঙ্কিত পৃথিবীতে হজরত ইমাম মাহদী ও মসিহে মাওউদ (আঃ) এর অনুসন্ধান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কেননা, বৈপ্লবিক যুগে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার দায়ীত্ব পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা তাহারই মনোনীত খলিফা গণের হাতে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাই পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা কোরান শরিফে বলিয়াছেন,—

وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا (سورة نور ركوع ٧)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকাজ করিয়াছে তাহাদের সহিত আল্লাহ তায়ালা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে নিশ্চয়ই তিনি এই পৃথিবীতে তাহাদের খেলাফৎ প্রতিষ্ঠিত করিবেন, যেরূপ খেলাফৎ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের (অর্থাৎ মুসা (আঃ) এর উম্মতের) মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের ধর্ম্ম যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন,—সুদৃঢ় করিয়া দিবেন ও ভীতি হইতে তাহাদিগকে নিরাপদ করিবেন (সুরে নুর, রুকু ৭)।

সুতরাং এই বৈপ্লবিক যুগে আল্লার খলিফার অনুসন্ধান লইয়া তাহারই সহযোগীতায় আল্লার অনুগ্রহ লাভে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাওয়া মুসলমান মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

আল্লার মনোনীত খলিফার আগমন সংবাদ

আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া চলিয়াছে যে পঞ্জাবের অন্তর্গত **কাদিয়ান** শরিফে হজরত মীরজা গোলাম আহমদ (আঃ) নিজকে প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিয়া ঘোষনা করতঃ ইসলাম প্রচারে বিশ্বব্যাপি এক মহা আবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের উদ্ভব করিয়া দিয়াছেন। তাহারই ধর্ম্ম মতে যাহারা মতিয়ান হইয়াছেন তাহারা **আহমদী** নামে জগতে পরিচিত।

হজরত মাহদী (আঃ)এর সত্যতার প্রমাণ

মাহদীয়ে আখের জমান হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ কোরান, ছহি-হাদিস ও অলি-আল্লাগণের উক্তির মধ্যে যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান ছিল তাহা সমস্তই উক্ত হজরত মারজা গোলাম আহমদ (আঃ) এর মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহারই কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—

১। মাহদী ও মসিহ একই ব্যক্তি হওয়া। ২। আহলে বয়েত হইতে হওয়া। ৩। কাদা বা কাদিয়ান শরিফ হইতে জাহের হওয়া। ৪। ৪০ বৎসর বয়সে দাবী করা। ৫। হিজরী চতুর্দ্দশ সতাব্দীর শীরোভাগে আবির্ভূত হওয়া। ৬। শরীরের গঠন ইস্রায়ীলী হওয়া। ৭। চেহারা উজ্জল হওয়া। ৮। দক্ষিন গালে একটি তিল হওয়া। ৯। নাক উচ্চ হওয়া। ১০। রং শ্যাম বর্ণ হওয়া। ১১। মাথার চুল সরল হওয়া। ১২। মধ্যম আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া। ১৩। প্রশস্ত ললাট হওয়া। ১৪। ভ্রু ধেনুকের ন্যায় বক্র হওয়া। ১৫। বক্ষ প্রশস্ত হওয়া। ১৬। চক্ষু বড় হওয়া। ১৭। চক্ষু সুর্ম্মার ন্যায় কাল হওয়া। ১৮। দন্ত উজ্জল হওয়া। ১৯। ঘন দাড়ি হওয়া। ২০। প্রশস্ত উরু হওয়া। ২১। মুখে তুতলামী থাকা। ২২। জমজ জন্মগ্রহণ করা। ২৩। দামেস্কের পূর্ব্বদিকে আবির্ভূত হওয়া। ২৪। একই রমজান মাসে গ্রহনের ১ম তারিখ চন্দ্র গ্রহণ ও মধ্য তারিখে সূর্য্য গ্রহণ হওয়া। ২৫। দজ্জাল আবির্ভূত হওয়া। ২৬। ইয়াজুজ মাজুজের উৎপত্তি হওয়া। ২৭। দাব্বাতুল আরজ বাহির হওয়া। ২৮। দজ্জালের গাধার সৃষ্টি হওয়া। ২৯। ধুমকেতুর আবির্ভাব হওয়া। ৩০। হজ্জ বন্ধ হওয়া। ৩১। প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়া। ৩২। আওলাদের জন্ম নিশানি স্বরূপ হওয়া। ৩৩। প্রথম আওলাদ মেয়ে হওয়া। ৩৪। প্রকৃত অলিআল্লাগণ এলহাম কর্ত্তৃক তাহাকে গ্রহণ করা। ৩৫। মসিহে মাওউদের নিশ্বাসে কাফের ধ্বংস হওয়া। ৩৬। ছলিব ধ্বংস করা। ৩৭। খিঞ্জির কতল করা। ৩৮। নাছারার রাজত্ব হওয়া। ৩৯। ওলামাগণের অবস্থা নিকৃষ্ট হওয়া। ইত্যাদি

এই সকল লক্ষণ ছাড়া আরও ভূরি ভূরি লক্ষণ তাহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অর্থাৎ এশিয়াই হউক আর ইউরোপই হউক, আফ্রিকাই হউক আর আমেরিকাই হউক, এবং অষ্ট্রেলিয়াবাসীই হউক না কেন পৃথিবীর সকল মহাদেশেরই সহস্র সহস্র জনপদে অসংখ্য লোক তাহাকে সত্য মাহদী ও মসিহে মাওউদ বলিয়া উপলব্ধী করতঃ দলে দলে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

বর্ত্তমান বৈপ্লবিক যুগের আজাব ও উহার পরিণাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর কিয়দাংশের বঙ্গানুবাদ

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) ১৯০৫ ইং সালে বলেন, "স্মরণ রাখিও, খোদাতা'লা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। ... ... ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি 'কেয়ামতের' (মহা প্রলয় দিবসের) নমুনা স্বরূপ হইবে এবং এরূপ মৃত্যু সংঘটিত হইবে যে, রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইবে। এই মৃত্যু হইতে পশুপক্ষীও রক্ষা পাইবে না, এবং পৃথিবীতে এরূপ ধ্বংস দেখা দিবে যে, যে-দিন হইতে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে সে-দিন হইতে এরূপ ধ্বংস কখনো আসে নাই, এবং অধিকাংশ স্থান ওলট-পালট হইয়া যাইবে; দেখিয়া মনে হইবে যেন উহাতে কখনো কোন অধিবাসী ছিল না। ইহার সহিত আকাশ ও পৃথিবীর আরো বহুবিধ বিপদ গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইবে, যাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জ্যোতিষ ও দর্শনের পুস্তকে ইহার খোঁজ মিলিবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দিবে যে, পৃথিবীতে একি হইতে চলিল? অনেকে রক্ষা প্রাপ্ত হইবে, অনেকে বিনষ্ট হইবে। সেইদিন সন্নিকট এবং আমি উহাকে দ্বারদেশে উপস্থিত দেখিতেছি। তখন দুনিয়া কেয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করিবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হইবে—**কিছু আকাশ হইতে এবং**

কিছু ভুতল হইতে।—ইহা এই জন্য হইবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্ত্তার পূজা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং মন-প্রাণ ও শক্তি দিয়া পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়াছে। যদি আমি না আসিতাম, তবে এই সকল বিপদরাশি আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত; পরন্তু আমার আগমনের সঙ্গে খোদাতা'লার ক্রোধের গোপন ইচ্ছা যাহা বহুদিন যাবৎ লুক্কায়িত ছিল প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন :—وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا—

'কোন হেদায়েতকারী রসুল প্রেরণ না করিয়া আমি কখনো শাস্তি অবতীর্ণ করি না।' (সুরে বনী ইস্রাইল রুকু ২)

"অনুতাপকারিগণ নিরাপদ থাকিবে এবং যাহারা বিপদ আসিবার পূর্ব্বেই ভীত হয় তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। তোমরা কি মনে করিয়াছ এই সকল ভূমিকম্প হইতে তুমি নিরাপদে বাঁচিয়া যাইবে, বা স্বীয় প্রচেষ্টায় আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে? কখনো নহে। মানুষের চেষ্টা সে-দিন অচল হইবে। ইহা মনে করিও না যে, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গুরুতর ভূমিকম্প আসিয়াছে, কিন্তু তোমাদের দেশ উহা হইতে নিরাপদ থাকিবে। আমি তো দেখিতেছি, হয়-ত তাহা হইতেও গুরুতর বিপদের মুখ তোমরা দেখিবে।

হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসিগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি সহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদ-গুলিকে জনহীন পাইতেছি। সেই খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্ত্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক যে, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, **এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে।** নূহের যুগের ঘটনাবলী তোমাদের চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হইবে, লুতের যুগের দৃশ্য তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। (হকীকাতুল-ওহি)

"আমাকে আল্লাহ্‌তা'লা সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি যে বিপদকে ভূমিকম্প নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা মহা-প্রলয়ের নমুনা হইবে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আকারে ইহার প্রকাশ হইবে। ... ... **যদিও বাহ্যতঃ ভূমিকম্প শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, পরন্তু ইহা সম্ভব যে, ইহা অন্য কোন প্রকারের বিপদও হইতে পারে, যাহার মধ্যে ভূমিকম্পের সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিবে।** পরন্তু ইহা অত্যন্ত ভীষণ বিপদ হইবে, যাহা দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ধ্বংসলীলা সাধিত হইবে, **'যাহার কঠোর প্রভাব অষ্ট্রালিকাদির উপরও বিস্তার লাভ করিবে।** ...

এই বিপদ আসিলে তোমার বিজয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং বহু লোক তোমার জমাতে প্রবিষ্ট হইবে এবং তোমার জন্য ইহা এক স্বর্গীয় নিদর্শন হইবে।"

(জমিমা-বারাহীন আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড)

আহমদীয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণের দশ সর্ত্ত

১। 'বয়াৎ' গ্রহণকারীকে সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও শেরকের কার্য্য করিবেন না।

২। মিথ্যা, পরদারগমন, কামলোলুপ-দৃষ্টি, কুবিশ্বাস, কুকার্য্য, পরের অহিত সাধন, অশান্তি ও বিদ্রোহ হইতে দূরে থাকিবেন।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িবেন রসুলে করীমের (সাঃ) প্রতি দরুদ পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে 'তাহাজ্জুদ' পড়িবেন। নিজের 'গোনাহ' স্মরণ করিয়া আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবেন ও 'আস্তাগ্‌ফার' পড়িবেন। আল্লাহ্‌তা'লার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার 'হাম্‌দ' ও 'তারিফ' (প্রশংসা) করিবেন।

৪। সকল প্রকার সৃষ্ট-জীবকে—বিশেষ করিয়া মুসলমান-গণকে—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার বশে, অন্যায় রূপে, কথা দ্বারা, কার্য্য দ্বারা বা অন্য উপায়ে কোন প্রকার কষ্ট দিবেন না।

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন—সকল অবস্থায় আল্লাহতা'লার কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন; কোনও প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাৎপদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইবেন না। কোরানের আদেশ সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও রসুলের (সাঃ) আদেশকে সকল কার্য্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। ঈর্ষা ও গর্ব্ব সর্ব্বোতভাবে পরিহার করিবেন; দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্য্যের সহিত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

৮। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের সম্মান-রক্ষা এবং ইসলামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে অধিকতর প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। সকল সৃষ্ট-জীবের প্রতি সকল সময় সহানুভূতি দেখাইতে যত্নবান থাকিবেন এবং নিজ শক্তি ও অর্থ সকলের উপকারার্থে যথাসাধ্য প্রয়োগ করিবেন।

১০। ধর্ম্মানুমোদিত সকল কার্য্যে আমার (হজরত মসিহে মাউদের—আঃ) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অটল থাকিবেন। এই ভ্রাতৃবন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব্বপ্রকার প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ট ও পবিত্র হইবে যে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

(প্রাদেশিক আমীর সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত নূতন মূল্য তালিকা)

১।	হাদিছুল মাহদী (অর্দ্ধ চামড়ার বাঁধাই)	...	৩৲
২।	ঐ (কাপড়ের পূর্ণ বাঁধাই)	...	২৷৷০
৩।	ঐ (কাগজের বাঁধাই)	...	২৲
৪।	কিস্তিয়ে নূহ ...	...	।৶০
৫।	আল-অসিয়ত ...	...	৶০
৬।	ফতেহ ইসলাম ...	...	।০
৭।	শান্তির বার্ত্তা ...	...	।০
৮।	চশমায় মসিহ ...	...	।০
৯।	মুক্তির সন্ধান ...	...	৴০
১০।	মহা-সমরের অবসানে ...	...	৴০
১১।	হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...		৶০
১২।	হজরত ইমাম মাহদী (আঃ)এর আবির্ভাবের সময় অতীত		৫
১৩।	আহমদী জমাতের ধর্ম্ম বিশ্বাস ...	...	৴০
১৪।	তবলীগ দিবসের উপহার ...	...	৲৫
১৫।	দাওতুল ইমান ...	...	৴০
১৬।	অস্পৃশ্য জাতি ও ইসলাম ...	...	৴০
১৭।	আসমানী আওয়াজ ...	...	৲০
১৮।	স্বর্গ বিজয় ...	...	৲০
১৯।	জজবাতুল হক (উর্দ্দু) ...	...	৶০
২০।	হেদায়েতুল মুহতাদী (উর্দ্দু) ...	...	৶০

থাকছার—সৈয়দ সায়ীদ আহমদ (মোবাল্লেগ)
এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী বঃ প্রাঃ আঃ আঃ
৪নং বাক্সরাজার রোড, ঢাকা।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন—কাদিয়ানের মাহদী সাহেব সত্য হইলে আলেমগণ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন কেন ?

উত্তর—আলেম সম্প্রদায় ধর্ম্ম জগতের পরিচালন করিয়া থাকেন। তাই জন-সাধারণ তাহাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা যখন বিকৃত হইয়া পড়েন তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য হেদায়েত কারীগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। হেদায়েত কারিরা যখন তাহাদের সংস্কার কার্য্য পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন, তখন ওলামাদের সঙ্গে তাহাদের মতানক্য হয়, ফলে ওলামারা তাহার সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। তাই আল্লাহতায়ালা কোরানশরিফে বলিয়াছেন—

فلما جائتهم رسلهم بالبينت فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما كانوابه يستهزؤن- (سورة نور ركوع ٩)

অর্থাৎ "যখন রসুলগণ দলিল সহ তাহাদের (অর্থাৎ আলেমগনের) নিকট আসেন তখন তাহারা (আলেমগণ) স্বীয় বিদ্যার গর্ব্ব করিয়া তাহাদের (অর্থাৎ হেদায়েতকারীগণকে) অমান্য করে অবশেষে তাহারা ঐ হাসি বিদ্রূপের প্রতিফল ভোগ করিয়া থাকে। (সুরে মোমেন রুকু ৯) ঠিক এই রূপেই হাদিস শরিফে আসিয়াছে

علمائهم شر من تحت اديم السماء - الحديث (مشكوة)

অর্থাৎ তাহাদের (অর্থাৎ মোসলমানগণের) আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সর্ব্বপ্রকার সৃষ্ট বস্তু হইতে নিকৃষ্টতম হইবে। (মিশকাত শরিফ)

প্রশ্ন—মাহদী (আঃ) মক্কায় না আসিয়া কাদিয়ানে আবির্ভূত হইলেন কেন ?

উত্তর—মাহদী (আঃ) মক্কাশরিফ হইতে আবির্ভূত হওয়ার কথা যেমন আছে তদ্রূপই থামা, মদিনা, খোরাসান, কাহতান ও কাদা বা কাদিয়ানে আবির্ভূত হওয়ার কথাও হাদিস শরিফে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রমানিত হয় যে ইসলামে বহু মাহদীই আসিবেন, এই জন্যই বিভিন্ন স্থানের নাম হাদিস শরিফে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং কাদা বা কাদিয়ান শরিফে আবির্ভূত হওয়ার হাদিসটি এই,—

يخرج المهدى من قرية يقال لها كدعة - (جواهر الاسرار)

অর্থাৎ মাহদী (আঃ) এক গ্রাম হইতে আবির্ভূত হইবেন যাহার নাম কাদা বা কাদিয়ান। (হুজাজুল কারামা ৩৬২ পৃঃ)

প্রশ্ন—কাদিয়ানের মাহদী সাহেব কিরূপে মসিহে মাওউদ হইতে পারেন যে হেতু হজরত ইসা (আঃ) আকাশে সশরীরে জীবীত আছেন ?

উত্তর—হজরত ইসা (আঃ)এর আকাশে জীবীত থাকার বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ হাদিস শরিফে আসিয়াছে كل نفس ذائقة الموت অর্থাৎ "জীব মাত্রই মরনশীল"—সে মানুষই হউক আর নবীই হউক সকলকেই মরিতে হয়। নবীশ্রেষ্ঠ হজরত মোহম্মদ (সাঃ) যখন ওফাত পাইয়াছেন তখন আর কে বাঁচিয়া থাকিতে পারে ? কোরান শরিফে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টই বলিয়াছেন—

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل - افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم- (سورة ال عمران ركوع ١٥)

অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাঃ) রসুল ব্যতীত কিছুই নহেন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় রসুলই ইহজগত পরিত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং তিনি যদি মরিয়া জান বা খুন হইয়া জান তবে কি তোমরা ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে।

এই আয়েত শরিফের শেষ বাক্যে ইহজগৎ পরিত্যাগ করার প্রকার বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে মৃত্যু বা খুন হইয়া। সুতরাং হজরত ইসা (আঃ) কখনও জীবীত থাকিতে পারেন না।

প্রশ্ন—হজরত মোহম্মদ (সাঃ) খাতামুন্নবীইন হওয়া যেহেতু কোরান শরিফে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত রহিয়াছে এমতাবস্থায় কাদিয়ানের মাহদী সাহেব কিরূপে নবী হইতে পারেন ?

উত্তর—কোরান শরিফের যে স্থানে হজরত মোহম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে **খাতামুন্নবীইন** শব্দ আসিয়াছে তাহাতে ت (তে') বর্ণের উপরে 'জবর' ব্যবহৃত হইয়াছে সুতরাং ইহা اسم فاعل নহে বরং اسم الة অতএব খাতাম শব্দের অর্থ হইল 'যদ্বারা মোহর করা যায়'। অর্থাৎ হজরত মোহম্মদ (সাঃ) নবুয়ৎ দ্বারা পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালা কোরানশরিফে যে শরিয়ৎ প্রদান করিয়াছেন তাহা এত পূর্ণ যে মানব মাত্রই উহাকে অবলম্বন করিয়া নবুয়তের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে এবং ইহাকে রদ করিবার জন্য কোন নবীই আবির্ভূত হইবেন না। এই অর্থে হজরত মোহম্মদ (সাঃ) কে শরিয়ত আনয়নকারি নবীদের মধ্যে শেষ নবী বলিলে আমাদের কোনই আপত্তি হইতে পারে না কিন্তু কোন প্রকারেরই নবী আসিবে না এই অর্থ নিতান্তই ভ্রান্তি পূর্ণ। হাদিস শরিফ পাঠ করিলে জানা যায় যে একদা হজরত মোহম্মদ (সাঃ) বলিয়াছিলেন—

انا خاتم الانبياء و انت يا على خاتم الاولياء (تفسير صافى)

অর্থাৎ হে আলী আমি খাতামুল আম্বিয়া এবং তুমি খাতামুল আওলিয়া। এই হাদিসের খাতামুল আওলিয়ার অর্থ কোন আলেমই এই অর্থ করেন না যে হজরত আলী (রাঃ) পর ইসলামে কোন ওলি হইতে পারে না বরং ইসলামে হজরত আলী (রাঃ) পর বহু ওলি আল্লার আবির্ভাবের কথা মোসলেম জগৎ বিশ্বাস করিয়া থাকে। সুতরাং খাতাম শব্দ দ্বারা হজরত মোহম্মদ (সাঃ) এর পর কোন প্রকার নবীই আসিবেনা এরূপ অর্থ হইতে পারে না। তাই হজরত মোহম্মদ (সাঃ) তদীয় ছেলে ইব্রাহিম (রাঃ) যখন ওফাত পাইলেন তখন তিনি বলিয়া ছিলেন,—

لو عاش ابراهيم لكان صديقا نبيا (ابن ماجه جلد ١)

অর্থাৎ ইব্রাহিম যদি জীবীত থাকিত তবে সত্যই নবী হইত। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে হজরত মোহম্মদ (সাঃ) তাহার পরেও নবী আসিবে বলিয়া বিশ্বাস রাখিতেন, তাই তাহার ছেলে সম্বন্ধে এরূপ ধারনা পোষন করিতেন। পক্ষান্তরে হজরত বিবি আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ)র এক বানীতে বুঝা যায় যে তিনিও বিশ্বাস রাখিতেন যে হজরত মোহম্মদ (সাঃ)র পরও নবী আসিতে থাকিবে যেমন তিনি বলিয়াছেন,—

قولوا انه خاتم الانبياء و لاتقولو لانبى بعده (تكمله مجمع البحار)

অর্থাৎ তাহাকে অর্থাৎ মোহম্মদ (সাঃ)কে খাতামুন্নবীইন বল কিন্তু তাহার পর নবী নাই এই কথা বলিও না।

The Fortnightly Ahmadi
4, Bakshi Bazar Rd., Dacca
Dated, the 15th June 1943.

জগৎ আমাদের

কাদিয়ান

বিগত মে মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে জুনের প্রথম পক্ষ পর্য্যন্ত হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) ক্রমাগত জ্বর, বুকে জ্বালা ও কাসিতে ভুগিতেছেন। জ্বর ১০০ হইতে ১০৪ ডিঃ পর্য্যন্ত প্রত্যহ হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা কোন কোন সময় নিমুনিয়া হইয়াছে বলিয়া সন্দেহও করিয়াছেন। বন্ধুগণ তাহার দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্য সত্বর উন্নতি লাভের জন্য নিবিষ্টচিত্তে দোয়া ও সদকাত করিতে থাকিবেন। সম্ভব হইলে রোজা থাকিয়া দোয়া করিতে পারেন এবং সদকাত একাও দিতে পারেন এবং জমাতের সহিত মিলিত ভাবেও দিতে পারেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা সদর আঞ্জুমনের মেম্বরগণ কর্ত্তৃক প্রচার করা হইয়াছে।

জেনারেল সেক্রেটারী

বিগত মে মাসে সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীর আমীর সাহেবের উপদেশ মত দিনাজপুর গমন করেন, তথায় তিনি ও মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব এবং মৌলবী এ, কে এম কাজী খলিলুর রহমান সাহেব বি, সি, এস মিলিত ভাবে বাঙ্গালা ও আসামে আহমদীয়ৎ প্রচার সম্পর্কে একটি স্কীম তৈয়ার করিয়া মঞ্জুরীর জন্য কাদিয়ান শরিফে প্রেরণ করেন। ইহাছাড়া উক্ত চৌধুরী সাহেব দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বেলাকোবা ও পচাগড় ইত্যাদি স্থানের জমাতের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগনের নিকট আহমদীয়ৎ প্রচার করিবার পর কলিকাতায় যাইয়া প্রাদেশিক আমীর সাহেবকে ছেলছেলার কার্য্যে সহায়তা করেন।

প্রাদেশিক মোবাল্লেগ

বিগত মে মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী মোহম্মদ সায়ীদ সাহেবের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত বেলাকোবা জমাতের মেম্বরগণকে ধর্ম্ম বিষয়ক নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রাদেশিক অনারারী মোবাল্লেগ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার অনারারী মোবাল্লেগ মৌলবী তালেব হুসেন সাহেব প্রেমারচরের নিকটবর্ত্তী পল্লি সমূহে প্রায় পাঁচশত লোকের নিকট হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বানী ও বর্ত্তমান বৈপ্লবিক যুগের অবস্থা বর্ণনা করিয়া আহমদীয়তের প্রচার কার্য্য করিয়াছেন ফলে একজন লোক আহমদীয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাদেশিক আঞ্জুমনের অপর অনারারী মোবাল্লেগ মুন্সী মোহম্মদ ইয়াকুব আলী সাহেব বিগত মে মাসে নবীনগর, চিত্রি, নসিংপুর, হরিপুর, কালিকাপুর, সদাগরেরকান্দি, মোহিনীপুর, নজর দৌলৎ, চরলাপাং ও বিরগাঁও ইত্যাদি পল্লিতে বহু লোকের নিকট আহমদীয়তের সুসমাচার পৌছাইয়াছেন। আল্লাহতায়ালা তাহার প্রচেষ্টাকে ফলবতী করুণ।

অপর অনারারী মোবাল্লেগ মৌলবী আহমদ আলী সাহেবের কোন তবলীগী রিপোর্ট প্রাদেশিক আফিসে পৌছে নাই।

পাটুয়াখালি

ডাঃ তুফায়েল আহ্‌মদ সাহেব জানাইয়াছেন যে তিনি বিগত এপ্রিল ও মে মাসে ৪।৫ মাইল পদব্রজে ভ্রমন করিয়া ২০টি পল্লিতে পুস্তক পড়াইয়া ও আলাপ আলোচনা দ্বারা শতাধিক লোকের নিকট আহমদীয়তের সুসমাচার পৌছাইয়াছেন। আল্লাহতায়ালা তাহার তবলীগী প্রচেষ্টাকে সফলতা প্রদান করুন।

কলিকাতা

বিগত ২৩শে মে রবিবার তবলীগ দিবস উপলক্ষে কলিকাতা সিটি আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার তত্ত্বাবধানে ওয়েলিংটন স্কুয়ারে এক বিরাট জন সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে সদর আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফরউদ্দিন চৌধুরী সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

সভায় মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম বি, এল ও মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদিম বি এল সাহেবদ্বয় যথাক্রমে হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর আগমনে বিভিন্ন ধর্ম্ম গ্রন্থের ভবিষ্যৎবানীর পূর্ণতা প্রদান করিয়াছে ও আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত আহমদ (আঃ) লোকের প্রতীক্ষিত আকাঙ্খার নিবৃত্তি করিয়াছেন, বিষয় হৃদয় আকর্ষী বক্তৃতা করেন।

পরিশেষে সভাপতি সাহেব হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর আবির্ভাবের ফলে কিভাবে বিশ্বব্যাপিয়া নব-বিধান প্রতিষ্ঠিত হইবে তৎবিষয়ে গবেষনা পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া, কৃতকার্য্যতার সহিত সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. L. from the Wari Printing Works, Wari, Dacca, (Bengal).